সমকাল

তারিখ 15 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কবে?

আলমগীর খন্দকার, জিলফুল মুরাদ
রেজা আকাশ, রুহুল রানা

দূর অতীত থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডে রংপুর জনপদ ঐতিহ্য নিয়ে পরিচিত ছিল। সমৃদ্ধিশালী এলাকা বলে প্রাচীন সাহিত্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এসব পরিচিতি নিয়ে রংপুরকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন বাংলাদেশে এর পরিচিতি অবহেলিত-পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসেবে। ভুলে যেতে ইচ্ছা করে, বাংলাদেশকে শিক্ষার আলো জ্বেলে পথ দেখিয়েছে এই রংপুর। বিদুষী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম এখানকার পায়রাবন্দেই। ক্রমেই বঞ্চনার শিকার রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দেশভাগের পর থেকেই। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ রংপুরবাসীর আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিবেচনা করে ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে পরিবর্তন করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে ২০০৯ সাল থেকে পাঠদানের যাত্রা শুরু করে। এলাকাবাসীর আশা ছিল, পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলসহ গোটা দেশেই শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখবে এই বিদ্যাপীঠ। কিন্তু কিছু স্বার্থবাদীর খামখেয়ালিপনায় শুরুতেই হোঁচট খায় এর যাত্রা। এখন পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিষ্ঠার মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এর শিক্ষার পরিবেশ। এমনকি চলতি শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেও শুধু শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে এখনও এ পরীক্ষা নিয়ে উঠতে পারেনি এ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়টি আমাদের 'বিস্মিত' করেছে, বিচলিত করেছে; একই সঙ্গে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা রংপুরের সন্তান। রাজধানী থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এলাকার বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নানা ঘটনাপ্রবাহ আমাদের নজরে এসেছে। একই সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেউ রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের অভিভাবক, কেউবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবক।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে সেই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কী সেই 'অনিবার্য কারণ'? জানা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষক এর প্রশাসনের ২১টি দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাদের পদত্যাগের কারণ সঠিক সময়ে পদোন্নতি না হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবী তাদের দাবি মানছেন না। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত ২৭ অক্টোবর থেকে অসহযোগ আন্দোলন করছেন। এরই অংশ হিসেবে এ গণপদত্যাগ। অন্যদিকে ভিসি বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতি হয়। সেখানে তার কিছুই করার নেই। আমরা জানি না কোন পক্ষের দাবি যৌক্তিক, কোন পক্ষের যুক্তি 'অকাট্য'। সেই আলোচনায়ও আমরা যাব না। আমাদের উদ্বেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, চলতি ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এর ৬টি অনুষদে ২১টি বিষয়ে এক হাজার ২৩০টি আসনের বিপরীতে ৯০ হাজার ৪০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন হলো– রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়া শিক্ষার্থীদের প্রাণ যেতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার কারণ তো ভর্তিচ্ছুরা নয়। তারা কেন এর মাশুল দেবে? অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় যখন ক্লাস শুরু করে তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন আমাদের প্রাণের রংপুর কেন পিছিয়ে থাকবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থা যদি চলতে থাকে তবে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে কবে? আরও এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে শিক্ষক সমিতি-ভিসি দ্বন্দ্ব কাটল না; ততদিন পর্যন্ত কি ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ থাকবে? এ শিক্ষাবর্ষে কি ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে না? এসব কারণেই আমরা একই সঙ্গে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। আর বিস্মিত এ কারণে যে, শিক্ষার্থীদের নয়; বরং শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শিক্ষকদের এই স্বার্থের দলাদলি বন্ধ হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় ভিসিকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে আগে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক সমিতিও এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে ঔচিত্যবোধের পরিচয় দেবে।

● ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত রংপুর বিভাগের সাংবাদিক